সংবাদ

তারিখ ..... 4 JAN 2013

পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩

প্রাথমিক বই নিয়ে অসাধু প্রকাশকদের বেপরোয়া বাণিজ্য

- ছাপানো হচ্ছে নিম্নমানের গাইড
- করা হচ্ছে মনগড়া মানবণ্টন
- শিক্ষা অধিদফতর নিশ্চুপ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারের অনুমোদন ছাড়াই ২০১৩ শিক্ষবর্ষের প্রাথমিক স্তরের পরিবর্তিত পাঠ্যবইয়ের মানবণ্টন এবং নোট-গাইডের বেপরোয়া বাণিজ্যে মেতে উঠেছে অসাধু প্রকাশকরা। দেশব্যাপী অবৈধ এই বাণিজ্য ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এতে প্রতারিত হচ্ছে অভিভাবক ও খুদে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর অসাধু প্রকাশকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না অভিযোগ পাওয়া গেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) জানায়, নতুন শিক্ষাবর্ষের পুরো কারিকুলাম যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক

অসাধু : পৃষ্ঠা ১৫ ক : ১

অসাধু : প্রকাশকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্তরের বইয়ের মানবণ্টন এখনও প্রস্তুত করা হয়নি। এ সুযোগে এক শ্রেণীর অসাধু নোট ও গাইড ব্যবসায়ী নিজেদের মনগড়া মানবণ্টন তৈরি করে নিম্ন মানের নোট ও গাইড বই ছেপে খোলাবাজারে অবাধে বিক্রি করছে। এর মধ্যে শীর্ষে আছে পাঞ্জেরি ও লেকচার প্রকাশনী। এই দুই প্রকাশনীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাংলাবাজারের কিছু ব্যবসায়ী ইতোমধ্যেই এনসিটিবি'র কাছে অভিযোগ করেছেন।

রাজধানীর বাংলাবাজার ও নীলক্ষেত ঘুরে দেখা গেছে, পাঞ্জেরি পাবলিকেশন্স ও লেকচার প্রকাশনীর নোট-গাইড বইয়ে বাজার সয়লাব। 'একের ভিতর এগারো' ও 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী সহায়িকা' এসব নামে প্রকাশ্যে তা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। দেখার যেন কেউ নেই। পাঞ্জেরি প্রকাশনীর তৃতীয় শ্রেণীর সহায়িকা বইয়ের নাম হচ্ছে 'একের ভিতর এগারো'। বইয়ের গায়ে লেখা আছে 'সৃজনশীল ধারায় যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের আলোকে রচিত'। এই বইয়ের দ্বিতীয় পাতায় বলা হয়েছে, এনএপিই'র নির্দেশনা অনুযায়ী যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নকাঠামো মডেল টেস্ট ও উত্তর দেয়া আছে। এ বইটির বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৭১ টাকা।

এ প্রকাশনীর পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার ওপর ৪ খণ্ডে একটি বই রয়েছে। বইটির নাম হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী সহায়িকা। বইয়ের প্রচ্ছদে মন্তব্য করা হয়েছে 'সৃজনশীল ধারায় যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের আলোকে রচিত'। এর ৮-এর পাতায় বলা হয়েছে, এনএপিই কর্তৃক প্রবর্তিত সর্বশেষ পরিবর্তিত প্রশ্নপত্র কাঠামো ও নম্বর বিভাজনের আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন সংবাদ'কে বলেছেন, 'পাঠ্যবই কিংবা মানবণ্টনপত্র নকল করে কেউ শিশুদের সঙ্গে বাণিজ্য করলে অবশ্যই সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'।

জানা গেছে, প্রাথমিক স্তরের সিলেবাস ও মান বণ্টনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে- যথাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ও এনএপিই (ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন) ময়মনসিংহকে। এনএপিই বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর মানবণ্টন বিষয়ে গতকাল নাগাদ কাজই শুরু করেনি। মানবণ্টন প্রস্তুত করতে আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় লাগবে। অথচ অসাধু প্রকাশকরা প্রচারণা চালাচ্ছে, প্রাথমিক স্তরের বাজারজাতকৃত নোট-গাইড বইগুলো 'এনএপিই ফরমেট (কাঠামো)' তৈরি করা হয়েছে। তারা সারাদেশের খুদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করে গত ডিসেম্বর থেকেই অবাধে নিম্নমানের নোট-গাইড বই বিক্রি করে আসছে। কিন্তু অসাধু প্রকাশকদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেয়ে পুলিশ অবৈধ এই বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা। তারা জানান, অবৈধ নোট-গাইড বই জব্দের অভিযান পরিচালনা করতে জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ বিভাগকে কয়েকবার চিঠি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই পুলিশের অভিযান পরিচালনার আগাম খবর পৌঁছে যায় অসাধু প্রকাশকদের কাছে।

এনএপিই'র এক কর্মকর্তা সংবাদ'কে বলেছেন, 'এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এনএপিই'র নাম ব্যবহার করে সারাদেশে প্রাথমিক স্তরের মানবণ্টনের নকল ফরমেট বিক্রি করছে'।

এ বিষয়ে জানতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ গতকাল সংবাদ'কে বলেন, 'নতুন পাঠ্যবইয়ের মানবণ্টন তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এনএপিই'কে। তারা এখনও মানবণ্টন প্রস্তুত করেনি। কিন্তু কেউ যদি এনএপিই'র নাম ব্যবহার করে বাজারে মানবণ্টন কিংবা নোট-গাইড বিক্রি করে তাহলে অবশ্যই অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিশুদের বই নিয়ে কাউকে প্রতারণা করতে দেয়া হবে না'।